ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি একজন দরদি শিক্ষকের
খোলা চিঠি- ০১

এবার আমি সফল হবো

An outstanding guideline for all students

"ছাত্রজীবনে সফল হতে যত বাধা
এক মলাটে সকল কথা"

সিরিজ #১

এবার আমি সফল হবো

অধ্যাপক কাজী নাঈম উদ্দীন

মুদ্রণশিল্প

এবার আমি সফল হবো
অধ্যাপক কাজী নাঈম উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৫
গ্রন্থস্বত্ব : ফাতিমা বিনতে নাঈম

মুদ্রণশিল্প
প্রকাশক : কাজী জোহেব
আন্দরকিল্লা, কোতোয়ালি, চট্টগ্রাম-৪০০০।

সম্পাদনা : হাসান মিশুক
বানান সংশোধন : সম্পূরণ সম্পাদনা সংস্থা

প্রচ্ছদ : পরাগ ওয়াহিদ

পরিবেশক : খড়িমাটি, কালধারা, বাতিঘর-চট্টগ্রাম।

কলকাতা পরিবেশক : **অভিযান বুক ক্যাফে**, ১/১এ,
বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩

ISBN 978-984-98211-8-2

Ebar Ami Shafol Hobo by Adhyapk Kazi Noyem Uddin
Cover : Porag Wahid
Date of Publication : February 2025.

Published by Kazi Zoheb on behalf of Mudronshilpo Prokashoni
from Andarkilla, Kotwali, Chattogram-4000.
E-mail : mudronshilpo@gmail.com

Online Distributor

www.rokomari.com/mudronshilpo
fibonacci : 01981-789157
bookstreet : 01929558721
dhee : 01537-371856
boinagar : 01300-295586

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ:
লেখক ও প্রকাশকের যৌথ অনুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশবিশেষ ই-বুক অথবা অনলাইনে প্রকাশ করা যাবে না এবং কোনো যান্ত্রিক উপায় অবলম্বনে কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্ত লঙ্ঘিত হলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রণশিল্প
mudronshilpo

উৎসর্গ

যাঁর কাছে আমি আরবি ভাষাকে বাংলার চেয়ে সহজ ভাবে
শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম, সুন্নাতে রাসুলের বাস্তব নমুনা
এ দেশের আলেম সমাজের অহংকার, হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ,
আমার শ্রদ্ধাভাজন পিতা
অধ্যক্ষ মাওলানা জামাল উদ্দীন
ও
আমার পরম মমতাময়ী মাতা
জাহানারা বেগমের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে,
যাঁর কাছে আমার উর্দু ভাষা শেখার হাতেখড়ি
এবং সাথে সাথে তাঁদের
জন্য জান্নাতুল ফেরদাউসে সুউচ্চ মর্যাদা প্রার্থনায়।

বইটি কাদের জন্য এবং কেন

যাবতীয় প্রশংসা কেবল সেই এক ও অদ্বিতীয় ইলাহ মহান আল্লাহ জাল্লাশানুহুর জন্য যিনি আমাকে আমার প্রাণ প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে কিছু লেখার তাওফিক দান করেছেন। দরুদ এবং সালাম ঐ নবির প্রতি যিনি অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত পথহারা দুনিয়াবাসীকে মুক্তির পথ দেখাতে জগতের শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। একই সাথে তাঁর পবিত্র আহলে বাইতসহ সকল নেক বান্দাদের প্রতিও।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনার মাধ্যমে আমার শিক্ষকতার যাত্রা শুরু হয় ১ জানুয়ারি ২০১০ ইসায়ী। কলেজ দিয়ে শুরু হলেও পরে যুক্ত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালার দরবারে শুকরিয়া জানাই ইতোমধ্যেই শিক্ষকতার এক যুগ পূর্ণ করেছি।

শিক্ষকতা শুরুর পর কিছুদিন যেতে না যেতেই লক্ষ করলাম এ তো অন্য দশটি পেশার মতো নিছক কোনো চাকুরি মাত্র নয়। এ যে বিরাট দায়িত্ব। আসলে এ বিষয়টি আমি জেনেছি পারিবারিক ভাবেই। তাছাড়া আমার শিক্ষক হওয়ার ব্যাপারটিও হঠাৎ দুর্ভাগ্যক্রমে কিংবা দৈবাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। যা এদেশে অনেকের ধারণা, বেচারা বোধহয় আর কোনো চাকুরি না পেয়ে অবশেষে মাস্টারি করছে। আসলে এটি আমার শৈশব থেকে লালিত স্বপ্নেরই অংশ মাত্র।

এর একটি বড়ো কারণ আমার জন্ম এবং বসবাস শিক্ষক পরিবারে। কেবল বাবাই নন, দাদা, নানা, মামা, জ্যাঠা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে দেশখ্যাত শিক্ষক। তাই তাঁদের আকাশচুম্বী মর্যাদা, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব ও সর্বজন মান্যতা দেখে দেখে ছোটোবেলা থেকেই নিজের অজান্তে পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বাছাই করে ফেলেছিলাম। তাই একজন শিক্ষকের মহান দায়িত্ববোধের বিষয়টি বাবার কাছ থেকেই, বরং বলা চলে হাতে-কলমে শিখেছি।

"শিক্ষক, তিনি যে সত্যি জাতি গড়ার কারিগর" এটি এ দেশে যদিও এখন আর বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত নেই, তবু তা আমরা মুখে উচ্চারণে মোটেই কসুর করি না। অবশ্য যুগ যুগ ধরে চলে আসা ঔপনিবেশিক কেরানি তৈরির শিক্ষা ব্যবস্থা আর চিন্তা-চেতনার এ দেশে এটুকুই বা কম কীসে?

সে যাই হোক, পূর্বের কথায় ফেরা যাক। বর্তমান এ কথিত আধুনিক শিক্ষার যুগে রুটিন মাফিক শ্রেণিকার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষকতার সত্যিকার দায়িত্ব পালন কতটা সম্ভবপর তা সচেতন শিক্ষক মাত্রই অবগত। ঠিক এ জন্যেই শিক্ষকতার মহান দায়িত্ব-যা পালন করা সময় এবং বাস্তব কারণে ক্লাসরুমে সম্ভবপর হয়ে উঠছে না-কিছুটা হলেও আদায়ের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত আকারে কিছু বলার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘদিনের।

অবশ্য এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের চিন্তা প্রথম শুরু করেছিলাম ২০১৭ সালের রমজান মাসে। ঐ রমজানেই রাত জেগে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এ লেখাগুলি লিখেছিলাম। এরপর নানা ব্যস্ততা ও বাস্তবতায় কেটে গেছে কয়েকটি বছর। লেখাগুলো দেখেনি আলোর মুখ।

যদিও রাব্বাতুল বাইত (শরীকে হায়াত) বারবার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন এ লেখাগুলি গ্রন্থবদ্ধ করার জন্য। তবু শেষ পর্যন্ত এর কৃতিত্ব তাকেই দিতে হয়। কারণ বলা চলে তার উপর্যুপরি পীড়াপীড়িই মূলত আমাকে এ লেখাগুলি মুদ্রণের উদ্যোগ নিতে বাধ্য করেছে। তাই এ পর্যায়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আবশ্যক মানছি।

সময়ের বিবেচনায় আমার শিক্ষকতার বয়স খুব বেশি না হলেও এ সময়ে লব্ধ আমার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও পাঠদান বিষয়ক যা কিছু ছিটে ফোঁটা অধ্যয়ন, একান্ত মন, বিবেক ও দায়িত্ববোধের তাড়নায় কিছু কথা শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি।

আবারও উল্লেখ করছি আমার এ কথা কয়টি মুদ্রিত আকারে বলার কারণ মূলত শ্রেণিকক্ষে সময় স্বল্পতা। শিক্ষক মাত্রই জানেন, সেখানে নিদিষ্ট সময়ে সিলেবাস শেষ করার বাধ্যবাধকতার মাঝে আর এসব বলার সুযোগ কখনো হয় না। তাই এ বিষয়ক ভাবনাগুলি দেরিতে হলেও জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পোঁছে দিতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রশ্ন হতে পারে এটি কোন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা? জবাবে প্রথমত পাঠকদের আশ্বস্ত করে বলি, বইটি নিতান্ত সহজ করে লেখার চেষ্টা করেছি যাতে যে কোনো পর্যায়ের শিক্ষার্থী এ থেকে অনায়াসে উপকৃত হতে পারে। বুঝতে পারে লেখকের হৃদয়ের কথাগুলো। পেতে পারে শিক্ষা জীবনে নেমে আসা সমস্যাগুলির উপযুক্ত দিকনির্দেশনা।

সচরাচর একজন শিক্ষার্থী ভালো ফলাফল প্রত্যাশী হলেও সে বুঝতে ব্যর্থ হয় তার পক্ষে তা আদৌ সম্ভবপর কি না। অথবা তার পক্ষে কতটা ভালো ফলাফল করা সম্ভবপর। ফলে তার আত্মবিশ্বাস হয় নড়বড়ে। যা সাফল্যের পথে বড়ো বাধা। আবার আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে যারা ভালো রেজাল্ট চায় তাদের অনেকেরই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো নয়। এমন শিক্ষার্থীও আছে যারা নিয়মিত শ্রেণিতে উপস্থিত থাকে কিন্তু ফলাফল ভালো করতে পারছে না। কিংবা দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করেও অকৃতকার্য হওয়ার ঘটনাও বিরল নয়।

এখানেই শেষ নয়, প্রতিটি পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে এমন দৃষ্টান্তেরও আমরা সাক্ষী। তাছাড়া ভালো পদ-পদবি, অর্থনৈতিক মজবুত ভিত তৈরি করেও দেশ-জাতির জন্য সত্যিকার কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারেনি এমন অনাকাঙ্ক্ষিত অসংখ্য ঘটনার কথাও আমরা জানি। বরং বলা চলে এমন নেতিবাচক ঘটনাই প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে।

এক কথায়, তার পক্ষে আদৌ ভালো রেজাল্ট করা সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভবপর হয় তবে কতটা ভালো করা সম্ভব? তার পরিকল্পনা কীভাবে গ্রহণ করবে? একজন ছাত্র-ছাত্রী ভালো ফলাফল অর্জনের জন্য কীভাবে অধ্যয়ন শুরু করবে? সময় ব্যবস্থাপনাই বা কীরূপ হবে? অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে কীভাবে পড়াশোনা করা যেতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও একজন শিক্ষার্থী ছাত্রজীবনের অসংখ্য সমস্যার জবাব পেয়ে যাবে এ বইয়ে।

একই সাথে আমার এ বইটি লেখার উদ্দেশ্য এটিও যে, শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন স্তরে অনভিজ্ঞতা কিংবা নানা প্রতিকূলতার কারণে আমি যেভাবে হোঁচট খেয়েছি একজন ভুক্তভোগী হিসেবে আমার কাছ থেকে জেনে যেন তোমরা নিজেরা সাবধান হয়ে লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে পারো।

সর্বোপরি এ বইটিতে রয়েছে কাঙ্ক্ষিত রেজাল্ট অর্জন তথা একটা উন্নত ক্যারিয়ার গঠনের পথে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করে দেশ এবং জাতির যোগ্য নাগরিক হওয়ার দিকনির্দেশনা।

হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী যে মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না সে আল্লাহ তায়ালারও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।

তাই এ পর্যায়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মুদ্রণশিল্পের স্বত্বাধিকারী কাজী জোহেবের, যিনি আমার প্রথম লেখা বইটি প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন। আমার একান্ত হিতাকাঙ্ক্ষী যোবায়ের এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ছোটো ভাই যোবায়েরের প্রতিও কৃতজ্ঞতা।

কারণ, তাকে আমার পাণ্ডুলিপিটির কথা জানালে সে-ই আমাকে তা প্রকাশের ব্যাপারে প্রথম সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। আর জোহেব ভাই-এর সাথে আমার যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে এগিয়ে এসেছেন তারেক ভাই, এজন্যে এ মুহূর্তে তার ভূমিকার কথা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

আমার লেখাগুলো গ্রন্থবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে আমার সন্তানদের কৃতজ্ঞতা জানানোও জরুরি মনে করছি। বিশেষ করে আমাদের মেয়ে ছোট্টপুঁটি জয়নবের কথা। কারণ রাত জেগে লেখার সময় তার আত্মত্যাগের বিকল্প ছিল না। সে সাথে বড়ো মেয়ে যদিও সে বড়ো হলেও বেশি বড়ো নয়– ফাতিমার সহযোগিতার কথাও স্মরণ করছি। অপর সন্তান আব্দুল্লাহ, সে তো (৭ম শ্রেণি) রীতিমতো আমার লেখার মনোযোগী পাঠক। আল্লাহ্ তায়ালা তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

অবশেষে নিজের অতি সীমিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দীনতা স্বীকার করে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রসমাজের উদ্দেশে নিবেদন, এ বইয়ের কোথাও কোনো ভুল বা আসংগতি দৃশ্যমান হলে আমাকে জানাতে ভুলে যেয়ো না যেন।

সবশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে ফরিয়াদ জানাই, তিনি যেন আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। এবং এ বই থেকে আমি ও পাঠক সবাইকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন।

কাজী নাঈম উদ্দীন

মেরিন একাডেমী কলেজ

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম।

kazinoyemuddin@gmail.com

01830134223

১০ জানুয়ারি, ২০২৫

সূচি

প্রথম সিঁড়িটির নাম "আত্মবিশ্বাস"	১৩
সংকল্পটা মজবুত করো, লক্ষ্যটা আঁকড়ে ধরো	১৮
সুষ্ঠু পরিকল্পনা কাজের অর্ধেক	২৩
শুরু করতে চাও? তাহলে ভরসা করো রবের প্রতি	২৭
একটি সফল ক্লাসের কথা	২৮
আমি কি এতই মেধাবী	৩০
দুঃখের চেয়ে এমন পরশ পাথর আর নেই	৩২
এখন আর কী-ই বা করার আছে	৩৭
পড়াশোনার সাথে ভালোবাসা স্থাপন করো	৪০
সময় হলো তলোয়ারের মতো	৪৬
সুস্থ দেহ সুস্থ মন, পড়াশোনায় প্রয়োজন	৪৯
প্রিয় ছাত্রসমাজ, তোমাদের জন্য অতীব জরুরি বিষয়	৫৮
চরিত্র নেই তো কিছুই নেই	৬৩
কৃতজ্ঞ হও এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করো	৬৫
শুধু আল্লাহ তায়ালার কাছে চাও	৬৯
প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী হও	৭৪
সেরা ক্যারিয়ারই কি সব?	৭৯
শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী হও	৮৫
ভরসা করো কেবল আল্লাহ তায়ালার প্রতি	৯০
শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস কারা করে?	৯৪
শিক্ষককে সম্মান করো	৯৯
মিথ্যার ভয়াবহতা থেকে বাঁচো	১০৩
হেদায়াতের পথে চলো	১০৯
আচরণেই মানুষ	১১৫
তরুণদের প্রতি প্রিয় নবির একটি উপদেশ	১১৯
পারস্পরিক অধিকারগুলো মনে রেখ	১২১
শয়তান ও অবিশ্বাসীদের অনুসরণ কোরো না	১২৪

প্রথম সিঁড়িটির নাম "আত্মবিশ্বাস"

প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা,

পৃথিবীতে এমন কোনো শিক্ষার্থী কি আছে যে চায় না তার ঝুলিতে একটা ভালো রেজাল্ট আসুক? জবাব শত ভাগ ইতিবাচক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবু কি বছর শেষে সবাই ভালো রেজাল্ট করতে পারে? তার অর্থ হলো কোনো কিছু পাওয়ার জন্য শুধু কামনাই যে যথেষ্ট নয় তাই আমরা বার বার প্রমাণিত হতে দেখেছি।

আজ আমরা একজন শিক্ষার্থীর সেরা ফলাফলের গোপন রহস্য কী তা তুলে ধরতে চাই। আশা করি এ লেখাটি যে কোনো শিক্ষার্থীর জন্য একটি উত্তম পাথেয় হতে পারে।

শুরুতে মনে রাখা প্রয়োজন, যে কোনো জ্ঞানের বিষয় থেকে সবাই সমান উপকার হাসিল করতে পারে না। এর জন্য ঐ বিষয়ের প্রতি একজন শিক্ষার্থীর আগ্রহ প্রধান ভূমিকা পালন করে।

অন্য কথায়, একজন শিক্ষার্থী কোনো একটি বিষয়ের প্রতি যতটা গুরুত্ব প্রদান করে ঐ বিষয় থেকে সে ঠিক ততটাই লাভবান হতে পারে।

প্রথমেই আমি তোমাদেরকে এ লেখাটি মনোযোগের সাথে পড়ার আহ্বান করছি।

একজন শিক্ষার্থী সে যে স্তরেরই হোক যদি সে ভালো রেজাল্ট প্রত্যাশী হয়, তাকে প্রথমেই জানতে হবে তার পক্ষে ভালো ফলাফল করা আদৌ সম্ভব কি না অথবা কতটুকু ভালো করা তার পক্ষে সম্ভবপর। বলতে পারি, সাফল্যের গোড়ায় পূর্বশর্ত হিসেবে আত্মবিশ্বাসের অবস্থান।

কিন্তু এটি কোথায় পাওয়া যায়? আসলে আত্মবিশ্বাস বিষয়টি নির্ভর করে আত্মপরিচয়ের জ্ঞানের উপর। সহজ ভাষায়, নিজেকে চিনলে তবেই আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়। জাতীয় কবির ভাষায়–

"নিজেকে চিনলে, নিজের সত্যকেই কর্ণধার মনে জানলে, নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে।" (আমার পথ)

আরও স্পষ্ট কথায়, যে নিজেকে যতটা চিনতে পেরেছে তার আত্মবিশ্বাসও সে পর্যায়ের।

এজন্যে এখন আত্মপরিচয় সম্পর্কে বলা যাক। আমার এমন কথা শুনে পাছে আবার কেউ হেসো না যেন। আমি আবারও তোমাদের মনোযোগ প্রত্যাশা করছি।

আত্মপরিচয়ের দুটো দিক :

এক

প্রথমে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় সংক্ষেপে আমাদের দৈহিক সত্তার পরিচয়টা জেনে নিই। বিজ্ঞানীরা আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে নিরন্তর গবেষণায় রত। এ বিষয়ে তাদের দু একটি তথ্য–

"একজন পূর্ণ বয়স্ক সুস্থ মানুষের মস্তিষ্ক ১০ লক্ষ কম্পিউটারের চেয়ে বেশি শক্তিশালী"

আরেক তথ্যে জানা যায়,

"একজন মানুষের মস্তিষ্ক যে সকল উপাদানে গঠিত বস্তুগত ব্যাখ্যার আলোকে জাগতিক উপাদানে ঐরূপ একটি মস্তিষ্ক তৈরি করলে (যদিও তা অসম্ভব, এ ব্যাখ্যাটি কেবল মহান আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর সৃষ্টির বিশালতা উপলব্ধিতে সহায়ক মাত্র) তা হবে ১০০ তলা বিশিষ্ট ১৮ টি ভবনের সমান। আর ঐরূপ একটি মস্তিষ্ক সচল রাখতে প্রয়োজন হবে কাপ্তাই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সমান ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩ হাজারের অধিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।"

আর জীববিজ্ঞানীদের মতে, "মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ৯০ বিলিয়ন স্নায়ুকোষ আছে যা আক্ষরিক সিনাপসেস নামক সংযোগনালী দ্বারা যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যে সম্প্রসারিত এই সংযোগ সিস্টেমের মাধ্যমে বিভিন্ন পথ মস্তিষ্কে শত শত ট্রিলিয়ন সংকেত পাঠায়।"

এই পদ্ধতিতে ডিজিটালরূপে অনুকরণ করার প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা কয়েক

বছর আগে ৮২ হাজার প্রসেসরের বিশ্বের দ্রুততম সুপার কম্পিউটার আবিষ্কার করে। যা দিয়ে একটি স্বাভাবিক মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার মাত্র ১ সেকেন্ড অনুকরণ করা যায়।

সাম্প্রতিক কালের একটি গবেষণা সমীক্ষায় দেখা গেছে, মানুষের মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা পূর্বের ধারণার চেয়ে ১০ গুণ বেশি।

এবার তোমরাই ভেবে দেখ, অমিত শক্তির এ মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে ভালো রেজাল্ট করা কি এতই কঠিন?

তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে তাই যদি হবে, তবে বাস্তবে আমরা কেন পারছি না? তবে কি এসব গবেষণা-তথ্য একেবারে নিতান্তই ফাঁপা? একটি জবাব হলো, আজ পর্যন্ত এসব গবেষণার সাথে কেউই দ্বিমত পোষণ করেনি।

তোমরা হয়তো শুনে থাকবে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে বর্তমান দুনিয়ায় অন্যতম শীর্ষ দেশ জাপানে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিষয়টি যদিও অনুসরণযোগ্য নয় তবে তাদের জাগতিক উন্নতি অর্জনের পেছনে পরিশ্রমের দিকটিকে অস্বীকার করতে পারো?

আর আমাদের দেশে?

বাংলাদেশে অলস সময় কাটানোর কারণে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, মুটিয়ে যাওয়া সহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। আর আমাদের ছাত্রসমাজের অবস্থাও যে এর ব্যতিক্রম নয় তা কে না জানে। তাই উপরের প্রশ্নের জবাবে কোনো গভীর আলোচনায় না গিয়ে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করলাম।

আর জীবন হলো সময়ের সমষ্টি মাত্র। বর্তমানে আমাদের এ জাতির মতো সময়ের অপচয়কারী কোনো জাতি দুনিয়ার কোনো দেশে আছে বলে আমার জানা নেই। যার ফল হলো সম্পদে পরিপূর্ণ দেশটা আজ কথিত তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশ।

তাই একজন শিক্ষার্থী আশানুরূপ ফলাফল অর্জনের জন্য তার নিজের

দৈহিক যোগ্যতার উপর কতটা নির্ভর করতে পারে তা বিবেচনার ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম।

দুই

এবার আমরা মানুষের সত্তাগত দিকটির পরিচয় লক্ষ করি। আল্লাহ তায়ালা কোরআন আল-কারিমের মধ্যে বলেছেন, "তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন।" আমরা দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি মাত্র।

যেমন- পবিত্র কোরআন থেকে জানা যায়, মানুষ সৃষ্টির আগে তিনি ফেরেশতাদের বলেছিলেন, "আমি পৃথিবীতে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।"

এ দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখি যে কোনো প্রতিষ্ঠিত ও বৃহৎ কোম্পানির একজন সফল প্রতিনিধির পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কখনও কৃপণতা করে না। বরং তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য অতিরিক্ত ইনসেন্টিভ্স দিতেও প্রস্তুত থাকে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করে ঘোষণা করেছেন তাঁর প্রতিনিধি বলে। আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলেছেন,

"আমি দুনিয়ায় মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে অসহায় ভাবে ছেড়ে দেইনি।"

শুধু তাই নয়, হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী মহান রব তাঁর জগৎসমূহ সৃষ্টির পর তাঁর সকল দয়াকে একশত ভাগে বিভক্ত করেন। অতঃপর এক ভাগ সকল সৃষ্টির মাঝে বিতরণ করে অবশিষ্ট নিরানব্বই ভাগ নিজের কাছে রেখে দেন।

তাইতো আমরা দেখি চরম অবিশ্বাসী নাফরমানকেও আল্লাহ তায়ালা রিযিক দেন।

এক্ষেত্রে একটি বিষয় মনে রাখাই যথেষ্ট হবে, যে আল্লাহ পাককে স্বীকার করে না, তাঁর আদেশ নিষেধের ধার ধারে না তার জন্যে যদি দুনিয়ার সকল বাহ্য সুখ সুবিধার দ্বার অবারিত থাকে, তবে যে মহান রবের আনুগত্য করে জীবন পরিচালনা করে, তার ব্যাপারে অসীম অশেষ দয়াবানের ভূমিকা কী হতে পারে? চোখ বুজে একটু ভাবলেই সুস্থ ও বিবেকবান মানুষ মাত্রই তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হবে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া কোরআন মাজিদ আর হাদিস শরিফের পরতে পরতে বিশ্বাসীদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা, যাবতীয় ক্ষতি-দুর্যোগ থেকে নিরাপত্তা, বিজয় ও নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির ঘোষণা শুনি।

যেমন সুরা কুরাইশে রবের ঘরের ইবাদতকারীদের জন্য ক্ষুধা থেকে মুক্তি এবং জীবনের নিরাপত্তার ঘোষণা রয়েছে। মানুষের জন্য সর্বপ্রকার ক্ষতি থেকে বাঁচার পথনির্দেশ পাওয়া যায় সুরা আসরে। মুত্তাকিদের জন্য সাফল্যের ঘোষণা আছে সুরা নাবায়।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, "হে আদম সন্তান, তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজের অবসর সময় তৈরি কর এবং ইবাদতে মন দাও, তাহলে আমি তোমার অন্তরকে প্রাচুর্যে ভরে দেবো এবং তোমার দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দেবো।" (তিরমিযি)

তাছাড়া একজন অনুগত বিশ্বাসী মহান রবের কাছে কাবা শরিফের চেয়েও সম্মানিত বলে জানিয়েছেন প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। (ইবনে মাজাহ)

হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী প্রকৃতই একজন সত্যিকার আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা যখন দেখে, সে যেন আল্লাহ তায়ালার চোখ দিয়ে দেখে, যখন সে ধরে, যেন আল্লাহর হাত দিয়ে ধরে। এজন্যে বলা হয়ে থাকে–

"আল্লাহ পাক যার হয়ে যান সবই তার হয়ে যায়।"

বিশ শতকের বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও চিন্তানায়ক সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.) (১৯১৩-২০০০) বলতেন, "মানুষ আল্লাহ আর নবি ছাড়া সব হতে পারে।" অর্থাৎ মানুষের তুলনা কেবলই মানুষ। এরপরও কি তোমরা আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগবে?

তাই একদিকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিরাট যোগ্যতা, অন্যদিকে রবের ঘোষিত এ অপরিমেয় মর্যাদা, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিজয় ও নেতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সার্বক্ষণিক হৃদয়ে জাগরূক রাখার মাধ্যমে একজন মানুষ অর্জন করতে পারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মবিশ্বাস।

"বিশ্বাসী তো সে-ই, যে বাতাসের গতিবেগকে পালটে দিতে পারে।"
- মাওলানা মওদুদী (র.)